R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের প্রাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই পৌষ বুধবার, ১৪১৭।
২৯শে ডিসেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

প্রাইমারী প্রধানরা স্কুলে না গিয়ে স্কুল ইন্সপেক্টরের অফিসে সময় কাটান

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান চক্রের বেশীরভাগ প্রধান শিক্ষক স্কুলে অনুপস্থিত থেকে স্কুল ইন্সপেক্টরের অফিসের কাজে সময় কাটান বলে অভিযোগ। স্কুলের সহকারী শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে এই ধরনের কাজ চলছে স্কুল ইন্সপেক্টরদের মদতে। যার ফলে স্কুলের পঠন পাঠনের মানোন্নয়ন বা ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা মার খাচ্ছে। প্রয়োজনে অভিভাবকরা স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে না পেয়ে হয়রাণ হচ্ছেন। এই ধরনের রেওয়াজ জেলার প্রায় প্রাথমিক স্কুলে চললেও সেখানে নাকি টিফিনের পরে প্রধান শিক্ষকরা স্কুল ইন্সপেক্টরের অফিসে গিয়ে ঐ দপ্তরের কাজে সহায়তা করেন।

পুষ্প প্রদর্শনীকে সামনে রেখে সেখানে চলছে অর্ধনগ্ন উদ্দাম নৃত্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এস.বি.এস.সি এবং মর্ণিং ষ্টার ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে গত ২৬ ডিসেম্বর '১০ পুষ্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিল্পপতি পার্থসারথী নাথ। এছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, তৃণমূল নেতা সেখ মহঃ ফুরকান, জঙ্গিপুর হাইস্কুলের হেড মাষ্টার ফারাদ আলি প্রমুখ। জানা যায়, সেখানে পুষ্প বা সবজি প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করতে পাশাপাশি রাখা হয়ট্রয় ট্রেন, গ্লোবের মধ্যে মোটর সাইকেলের দুঃসাহসিক খেলা আর 'বুগিবুগি' নাচের প্রদর্শনী। ঐ প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে ভাড়া করা ছেলে-মেয়েদের অর্ধ নগ্ন উদ্দাম নৃত্য। যার ফলে পুষ্প প্রদর্শনীকে দূরে রেখে নিয়মিত ছেলে বুড়োর ভিড় বাড়ছে 'বুগিবুগি' অনুষ্ঠানে। (শেষ পাতায়)

সুতী-১ বিডিও অফিসের সামনে অনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : আহিরণ এলাকায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিরোধী সমন্বয় কমিটির ডাকা গণঅনশনে গত ২০ ডিসেম্বর বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহাসহ কয়েকজন নেতা উপস্থিত হন। সুতী-১ বি.ডি.ও অফিসের সামনে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যে ৫টা পর্যন্ত অনশন চলে। মহিলাসহ প্রায় ৪০০ গ্রামবাসী এই অনশনে যোগ দেন। হাই কোর্টের বিচারাধীন ২০০.৩৭৫ একর জমিতে আলিগড় ক্যাম্পাস তৈরীর সরকারী উদ্যোগ প্রতিহত করতে তাদের এই অনশন আন্দোলন বলে জানা যায়। সুতী-১ এর বিডিও আন্দোলনকারীদের জানান – ২৭ ডিসেম্বর ডি.এম. এখানে আসছেন। তাঁর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন। বিডিওর প্রতিশ্রুতির পর আন্দোলন তুলে নেয়া হয়। প্রশাসন সন্তোষজনক ব্যবস্থা না নিলে আগামীতে স্কুল বয়কট, জাতীয় সড়ক অবরোধ, ভোট বয়কট, ট্রেণ অবরোধ ইত্যাদি ধারায় আন্দোলন এগিয়ে যাবে। শেষ খবর – ২৮ ডিসেম্বর সমন্বয় কমিটির সভাপতি জগদীশ দাসকে সুতী -১ এর বিডিও অরূপ দত্ত জানান, ডি.এম. আপনাদের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেননি।

ডেপুটেশন মিছিলে যোগ দিতে গিয়ে বোমায় আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের ভবানীপুর কুঠি গ্রামের বেশ কয়েকজন সিপিএম এবং আর.এস.পি. সমর্থক তৃণমূলের ডেপুটেশন মিছিলে যোগ দিতে আসার পথে গত ২২ ডিসেম্বর '১০ বোমায় আহত হন। জানা যায়, দুষ্কৃতিরা প্রতিহত করতে ওদের লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলে বেশ কয়েকজন আহত হয়। এদের মধ্যে গুরুতর আহত প্রতিবন্ধী মেহেরুন ইসলামকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। (শেষ পাতায়)

পোলিও বয়কট তিন গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের রশুনপুর, বাঙ্গাবাড়ী ও জলঙ্গাপাড়ার প্রায় ২৪৮৯ ঘর গ্রামবাসী গত রবিবারের পোলিও প্রোগ্রাম সম্পূর্ণভাবে বয়কট করেন। জানা যায়, সিপিএম নেতা মইনুল হাসান সম্প্রতি এক প্রেস বিবৃতিতে ঐ তিন গ্রামের মানুষকে উদ্বাস্তু বলে মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে ঐ এলাকার কৃষি ও বাস্তু ভূমি রক্ষা কমিটির পক্ষে নারায়ণ দাসের বক্তব্য ফরাক্কা ব্যারেজের প্রয়োজনে (শেষ পাতায়)

বিড়ি শ্রমিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়ি শ্রমিকদের বঞ্চনার প্রতিবাদে ২২ জানুয়ারী স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়া হয়। মুখ্য দাবীগুলোর মধ্যে ছিল – ১) বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্দ্ধারিত হাজার প্রতি ১২৩ টাকা মজুরী দিতে হবে। ২) দৈনিক লগ বুক ও বিড়ি (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই পৌষ বুধবার, ১৪১৭

পরিবেশ দূষণকারীরা কী এতটাই দুঃশাসন ?

পরিবেশ দূষণ কথাটি এখন বহু চর্চিত। মানুষ যেখানে বাস করে তার আশপাশ হইল পরিবেশ – জল হাওয়া মাটি তাহার উপকরণ। ইহা যখন কলুষিত হয়, দূষিত হয় তখনই ঘটে নানা বিপত্তি এবং বিপর্যয়। কেননা তাহা জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। মানুষই হউক অথবা অন্য প্রাণী হউক সকলেই চাহে সুস্থ পরিবেশে বাঁচিতে। মানুষের পক্ষে ইহা অবশ্যই মানবাধিকার। দুর্ভাগ্য – মানুষ মূঢ় কিনা জানিনা, তাহারা নিজেদের পরিবেশকে নিয়ত দূষিত করিয়া চলিয়াছে এবং নিজেদের কবর নিজেরাই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে খুঁড়িয়া চলিয়াছে। পরিবেশ দূষণ আজ পৃথিবীর বড় সমস্যা। ইহা মানুষের নিকটে আত্মবিনাশী বুমেরাং।

তুলনামূলকভাবে শহরগুলিতে বিশেষ করিয়া বড় বড় শহরে দূষণ বহুমাত্রিকরূপে দেখা দিয়াছে। ধোঁয়ার ধূলায় সৃষ্টি হইতেছে ধোঁয়াশা। বর্জ্য পদার্থের ছড়াছড়ি, যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়ার কুণ্ডলী, গাড়িতে এয়ার হর্ণের উৎকট আওয়াজ, নানা উৎসব অনুষ্ঠানে মাইকের শব্দ নিনাদ এবং বোমপটকার কর্ণবিদারী বিস্ফোরণ – দূষণের মাত্রাকে সীমাহীন করিয়া তুলিতেছে। তাহার সহিত কলকারখানার যন্ত্রের ঘর্ঘর দাঁত ঘসটানি। পরিবেশ নিয়তই ভারসাম্য হারাইয়া চলিয়াছে।

মফঃস্বল শহরে পরিবেশেও তাহার ছায়া পড়িয়াছে। শিল্পায়নের হাওয়া সেখানেও লাগিয়াছে। ছোটো খাটো কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে। পথে ঘাটেও ধোঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহনের দৃপ্ত পদসঞ্চার এবং সশব্দ পদচারণা। তাহাদের গতি চঞ্চলতায় পথচারী পদাতিকেরা ত্রস্ত। বিপন্নও। গাড়ির দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু হইয়াছে এই পর্যন্ত।

আমাদের এই পৌরসভার অন্তর্গত দুই শহরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখা যাইতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাওয়া যায় – শহরকে দুষণমুক্ত, পরিবেশকে জঞ্জাল মুক্ত পরিচ্ছন্ন রাখিবার আবেদন। শহরের নাগরিকেরা তাহাতে কতটা সাড়া দেন তাহাও দেখিবার বিষয়। এখানে লোকালয়ে আবাসিকদের বসতবাটি হইতে নির্গত পয়ঃপ্রণালীর দূষিত জীবাণুযুক্ত জল নদীতে পড়িয়া জল দূষণ করিয়া চলিয়াছে। শহরের রাস্তার আশেপাশে যত্রতত্র লাইসেন্সবিহীন মাংসের দোকান পসরা সাজাইয়া বসিয়াছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের মতে কসাইখানা হইতে নাকি সব হইতে বেশী দূষণ ছড়াইয়া থাকে। ইদানীং এই শহরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তে বাসগৃহেই অথবা পুরসভার রাস্তার উপর কোথাও কোথাও লোহালক্করের কারখানা, আসবাবপত্রের কারখানার কাজকর্ম এবং রাস্তার উপর বা পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থানে রঙের কাজ চলিতেছে। বাজারের পথে শাক সব্জির পরিত্যক্ত অংশ, মাছের বাজারে আঁশ কাঁটার জঞ্জাল পার্শ্বস্থ বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনকে দূষণে দুর্বিষহ করিয়া তুলিতেছে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করিবার অধিকার যেমন আছে তেমনি পুরসভার লোকালয়ে পাড়ায় পাড়ায় বসবাসকারী নাগরিকদের সুস্থ, দূষণমুক্ত পরিবেশে বাঁচিবারও অধিকার আছে। কাহারো ব্যক্তিগত কর্ম সমষ্টির স্বার্থের পরিপন্থী না হয় – তাহাই তো নিয়ম। বহু মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসা বা কাজকর্মের দ্বারা পরিবেশদূষণ সৃষ্টিকারী ঘটনাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কী সমর্থন করেন ? সম্প্রতি পুরসভা দোকানে বাজারে পলিব্যাগ, প্লাস্টিকের কাপ, গেলাস ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছে। ইহারা দূষণের সহায়ক। ইহার মত শহরের মধ্যে দূষণ সৃষ্টিকারী কাজ কর্মের প্রতি পুরসভার দৃষ্টি দেওয়া দরকার। নিজ নিজ স্বার্থে নিজ নিজ পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্ত্তব্য। দূষণ স্রষ্টারা কী এতটাই দুঃশাসন ? পুরসভা কী এই বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবে ?

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বেপরোয়া মেলামেশা .... প্রসঙ্গে

গত ২২/১২/২০১০ এর জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সংবাদের বর্ণনায় যে সব ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে তা এককথায় ভয়ংকর এবং গার্লস স্কুল কর্তৃপক্ষই শুধু নয় ওই স্কুলে পাঠরতা ছাত্রীদের সমস্ত অভিভাবক / অভিভাবিকাদেরও সমবেতভাবে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে কোন মতেই আর না ঘটে তারজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি চাওয়া উচিত। এই ঘটনা শুধুমাত্র স্কুল কর্তৃপক্ষই নয় সমভাবে প্রধান শিক্ষিকাও সমানাংশে সম্পূর্ণভাবে দায়ী। বর্তমানে স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে কারা বা কে কোন পদে আসীন আছেন জানিনা। সভাপতি ও সম্পাদক (স্কুল পরিচালন কমিটি) এ ঘটনার পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় কোন ভাবেই থাকতে পারেন না। তাঁদের উচিৎ, যত শিগগির সম্ভব সকল শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতেই মিটিং ডেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া। আমি ঐ গার্লস স্কুলের একজন প্রাক্তন সভাপতি হিসাবেই এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার বিষয় অনুভব করছি। এছাড়াও আমাদের শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ও প্রাচীন এই বালিকা বিদ্যালয়টির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পৌরপিতা ও কাউন্সিলাররা সর্বোপরি স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তরেরও এই লোমহর্ষক সংবাদের প্রতি সহৃদয় মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এই দূষিত ও কলংকময় পরিবেশ কোনোমতেই কাম্য নয়, বিশেষ করে শিক্ষায়তনে। নইলে ভবিষ্যতে ছাত্রীরা এই স্কুলে আসতেও ভীত হবে। এছাড়া এই মহকুমার সকলছাত্রীদের পাঠরতা সকলছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছেও এ এক বড় দুঃসংবাদ ও লজ্জাকর ঘটনা। এহেন পরিস্থিতিতে, অবিলম্বে এর যাতে পরিসমাপ্তি ঘটে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন সজাগ হোন। নতুবা জানব, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষিকা জেগেই ঘুমোচ্ছেন। আর সেটা ভবিষ্যতে সুখকর হবে না কোনমতেই।

শ্রীমুক্তা ঘোষাল, রঘুনাথগঞ্জ

অনৃত ভাষণ

— সাধন দাস

মিথ্যা কথা বলাটা একটা আর্ট। কথাটা বাড়াবাড়ি শোনালেও একথা মানতেই হবে যে মিথ্যা কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করে বলার মধ্যে একটা মুন্সিয়ানা থাকে, সেটাই আর্ট। সত্যবাদী ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরও প্রয়োজনের তাগিদে 'মিথ্যে' বলেছিলেন, তবে তা একটু কায়দা ক'রে। 'অশ্বত্থামা হত' বলার পর নীচু স্বরে 'ইতি গজ' বলে সত্যরক্ষা করলেও, তা আসলে মিথ্যারই অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার কৌশল।

সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যা বলাটাকে অনেকে একটা বাহাদুরি বলে মনে করে। পরিপার্শ্বকে বোকা বানাবার আত্মতৃপ্তিতে সে ভোগে। কিন্তু মিথ্যেবাদীর জানা উচিত – মানুষ এত বোকা নয় আর সত্য কোনোদিন চাপা থাকে (৩য় পাতায়)

জঙ্গিপুর কলেজ প্রসঙ্গে

স্বর্গত দাদাঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ জেলার অগ্রণী সংবাদ সাপ্তাহিক "জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রিকার ১৫ই ডিসেম্বর ২০১০ সংখ্যা "... পাস কোর্সের রেজাল্ট তলানিতে" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠির অবতারণা। এবারে জঙ্গিপুর কলেজের পার্ট-ওয়ান জেনারেল কোর্সের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে। কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজগুলিতে পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অথচ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। চাইলেই আংশিক সময়ের দক্ষ শিক্ষক পাওয়া যায় না ; ইত্যাদি বিষয়গুলি আমরা জানি এবং সেই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রাখার চেষ্টা করি। আমরা জানি জেলার আর পাঁচটা পত্রিকার সঙ্গে আপনাদের পার্থক্যের কথা। আপনারা যেভাবে সৌজন্য রক্ষা করে পরিশীলিত ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করেন, তা অন্যদের কাছে শিক্ষনীয় বলে মনে করি। গত ১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত আপনাদের পত্রিকার প্রথম পাতাটি পড়ে আমি সত্যিই মর্মাহত। এভাবে ব্যক্তি আক্রমণ যা আপনাদের পত্রিকার ঐতিহ্যের পরিপন্থী এবং যে খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরা বাড়তি ক্লাস নিই কিন্তু তা কখনোই অন্যের নির্ধারিত ক্লাসে ক্ষতি না-করে। যথাসময়ে পাঠক্রমের নির্ধারিত অংশ শেষ করার দায়বদ্ধতা থেকে আমরা অনেকেই টিউটোরিয়াল ক্লাস করি। তাতে যে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়, তা তাদের বিগত চার-পাঁচ বছরের ফলাফলের দিতে তাকালে বোঝা যায়।

ডঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জঙ্গিপুর কলেজ

মহাত্মা গান্ধীজি-কথিত ফিলিপ্‌স্ সার্কাস

রচনা : শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

দেশ যখন ইংরাজের অধীন ছিল, তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হইত শাসিতের প্রতি শাসকের ব্যবহারে সমালোচনার জন্য এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার পন্থা-অবলম্বনের পরামর্শের জন্য। এখন ভারত কংগ্রেসের শাসনাধীনে, তবুও কেন বৎসর বৎসর এই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান ! কায়দা ক'রে না ব'লে যদি সাদাসিদেভাবে বলা যায় তবে শ্রীজহরলালজী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নামে পরিচিত হইলেও তিনিই দেশের হত্যাকর্তা বিধাতা। তিনিই প্রধানমন্ত্রী আবার তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি। প্রধানমন্ত্রী হইবার পর যখন তিনি ট্যাণ্ডনের হাত হইতে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন একবার ইচ্ছা সত্ত্বেই হউক আর অনিচ্ছা সত্ত্বেই হউক জহরলালজী বলিয়াছিলেন – প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের সভাপতি একজনের পক্ষে হওয়া অশোভন দেখায় ; তবুও কি করা যায়, উপায় নাই বলিয়া দুই তক্তই গ্রহণ করিতে হইল।

যিনি শাসক তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি। অধিবেশনে যাহা আলোচিত হইবে, তাহা এক কথায় বলিতে গেলে এই মহাসভায় মহা অধিবেশনে আত্মপ্রশস্তি গাহিবার জন্যই। বাঙলার মেয়ে মহলের প্রচলিত প্রবাদে বলা যায় – আপনি রাঁধে আপনি খায়, আপনার রান্নায় বলিহারী যায়।

এই ভারতীয় নাচ নাচিবার বা বাহবার গাওনা গাহিবার আসর এবার হইয়াছিল হায়দারাবাদে। পরাধীন ভারতীয় কংগ্রেসে বাঙলা হইতে যাঁহারা প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সভাপতিত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। ইংরাজী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। তাহাতে সভাপতি হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ, সি, ব্যানার্জী) বাঙালী। ১৮৯২ অব্দে এলাহাবাদ শহরের অধিবেশনে ইনিই সভাপতিত্ব করেন। ১৮৯৫ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুণা শহরের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৮৯৮ অব্দে মাদ্রাজ শহরের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বসু। ১৮৯৯ অব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে সভাপতিত্ব করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৯০২ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেদাবাদে, ১৯০৩ অব্দে মাদ্রাজ শহরে লালমোহন ঘোষ, ১৯০৭ অব্দে সুরাট শহরে রাসবিহারী ঘোষ, ১৯০৮ অব্দে মাদ্রাজ শহরে রাসবিহারী ঘোষ, ১৯১৪ অব্দে মাদ্রাজ শহরে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ১৯১৫ অব্দে বোম্বাই নগরীতে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ) ১৯১৬ অব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে অম্বিকাচরণ মজুমদার, ১৯২২ অব্দে গয়া শহরে চিত্তরঞ্জন দাশ, ১৯৩৩ অব্দে কলিকাতা নগরীতে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা, ১৯৩৮ অব্দে হরিপুরায় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৩৯ অব্দে ত্রিপুরি কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হইয়া শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক পরিত্যক্ত পদে বসিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

এখন ভারতীয়ের অধীনস্থ ভারতে যাঁহারা কংগ্রেসী মঞ্চে মহাত্মাজী কথিত সার্কাসে নাচ দেখাইতে গিয়া রিং-মাষ্টার নেহেরুর চাবুকের 'সরাং সরাং' শব্দের তালে তাল রাখিয়া খেলা ও নৃত্য দেখাইতেছেন, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সহিত এই সব নাচনেওয়ালাদের তুলনা করিয়া দেখি বাঙলার কোন্ জাতীয় লোক কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করিতেছেন। সুভাষচন্দ্রের পর বাংলার আর একজনও মিলল না, যিনি জাতির জনককেও কংগ্রেসঘটিত ব্যাপারে বাঙলার কাছে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারেন। এখন বাঙলার কংগ্রেসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে রাজ্য সরকার চালাইতে পারেন, কিন্তু জহরলালজীর মেজাজের 'সিম্পটম্ (symptom) বুঝিয়া ফরাক্কায় বাঁধ বা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কথা বলিতে সাহস করেন না। যে প্রদেশে কংগ্রেস ভবন কেমন করিয়া পাওয়া গেল, কংগ্রেস সভাপতির মোটর গাড়িগুলি কে দিল, ইহা বলিবার মুখ নাই, তাহাদের অন্যের হুঁ-য়ে-হুঁ , আর অন্যের তালে নাচা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাঙলার কংগ্রেসীরা বাঙলার অপমান করিবার সুযোগ পাইলে তাহা ছাড়েন না। তাঁহারা জানেন, বাঙালী মরিয়াও মরে নাই। গত সাধারণ নির্বাচনে বাঙলা সাত সাতটা কংগ্রেসী মন্ত্রীকে কাৎ করিয়া বিশ্বমাঝে নিঃস্ব বাঙালীর কিম্মৎ দেখাইয়া কর্তাদের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে। তবুও কর্তারা তক্তে বসিয়া পরাজিত মন্ত্রীদিগের দুজনকে খিড়কির পথে ঢুকিবার সুযোগ করিয়া দিয়া মন্ত্রীর গদীতে বসাইয়া নির্বাচক মণ্ডলীর অপমান করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। হায়দারাবাদ আসরে কাশ্মিরী নাচিয়ে সেখ আবদুল্লার মুখে অকংগ্রেসী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের কথায় "লজিক এবং রাজনৈতিক নিদর্শন নাই" শুনিয়া বাঙালী হইয়াও হাততালি দিয়াছে। অন্য প্রদেশের প্রতিনিধিগণ বাঙলার নেতৃত্বের বর্তমান দশা দেখিয়া নিশ্চয় মুচকি হাসি না হাসিয়া পারেন নাই।

রচনাকাল – ১৩৫৯

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ...'

— মানিক চট্টোপাধ্যায়

'উত্তর বায় জানায় শাসন, পাতলতপের শুষ্ক আসন সাজ খসাবার এই লীলা কার অট্টরোলে।' শেষ হয়ে গেল হেমন্তলক্ষ্মীর দিন। হৈমন্তিকার গোপন আঁচলে ঢাকা পড়ে গেল পূর্ণশশী। ইতুলক্ষ্মীর আবাহন সারা। খামারে সোনার ধান।

'অষ্ট চাল অষ্ট দুর্বো কলসপাত্রে থুয়ে,
শোনরে ইতুর কথা এক ঘন-প্রাণ হয়ে।
ইতু দেন বর,
ধনধান্যে দৌত্রে-পৌত্রে বাড়ুক তার ঘর।'

এই হল বাঙালীর উৎসব। ব্রত কথা– উপকথা – রূপকথা – তার ঘরের কথা। তার গৃহস্থালীর অঙ্গ। প্রকৃতির রঙ্গশালায় এখন সাজ খসাবার পালা। শীতের হাওয়ায় লেগেছে নাচন। বার্ধক্যের জড়তা নিয়ে আসছে শীত। গাছের গায়ে হিমেল হাওয়া। ঝড়ে পড়ে পাতা। ঝরে পড়ার যন্ত্রণা তার বুকে। প্রকৃতির এখন বৈরাগীরূপ। ঝোপ-ঝাড় নিষ্প্রাণ। নাই পাখির কাকলি। এক অপরিসীম শূন্যতা। তবে এই শূন্যতার দরজা দিয়েই প্রবেশ করে পূর্ণতা। মৌনবাণী হয়ে ওঠে মুখর।

পৌষমাস। উৎসবের মাস। পিঠে পুলির মাস। বনভোজনের মাস। কারো কাছে বনভোজন। কেউ বলে পিকনিক। কারো কাছে পৌষালো। বনভোজনের কথা প্রসঙ্গে অপু-দুর্গার কথা মনে এসে যায়। কী সুন্দর সেই ছবি এঁকেছেন বিভূতিভূষণ।

'অপু মহা উৎসাহে শুকনালতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বনভোজন। ..... বড় ..... সুন্দর স্থান বন-ভোজনের। চারিধারে বনঝোপ, ও দিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে শেওড়া গাছে ফুলের ঝাড় .....।' অপুদের এই বনভোজনে আর এক জন ছিল। সে হল্ বিনি। কালীনাথ চক্রবর্তীর মেয়ে। (৪র্থ পাতায়)

অনৃত ভাষণ

(২য় পাতার পর)

না। ছাই চাপা আগুনের মতো কথায় কথায় তার প্রকাশ একদিন ঘটবেই। আর তখনই মিথ্যার কদর্য রূপ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মিথ্যা বলতে বলতেই একেকজন মানুষ মিথ্যা বলাটাকেই স্বাভাবিক করে নেয়। সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স থেকেও মানুষ নিজেকে সবার থেকে বড় প্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা বলে। এইভাবে মিথ্যা বলাটাকে সে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে রপ্ত করে নেয়।

আমার মত আনাড়ী লোক ক্ষুদ্র স্বার্থ পূরণের জন্য দু'একবার অনৃত ভাষণ করেছিল, কিন্তু তারপর বুঝেছিল – মিথ্যা বলার হ্যাপা কতোটা। টুক করে একটা মিথ্যা কথা বলে দেওয়াই যায়, কিন্তু তার পরের প্রশ্নগুলির যে গুগ্‌লি বোলিং শুরু হবে, তা সামলাতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতা ও বুদ্ধির প্রয়োজন। ইনসুইং-আউটসোয়িং-এর ঘোরপ্যাঁচ মেপে প্রথম মিথ্যার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে উত্তর দিতে না পারলেই বোল্ড। সাদামাটা লোকের পক্ষে কথার এই কসরত করা বড্ড পরিশ্রমের কাজ। অপছন্দেরও। কেন না, সত্যের মধ্যে একটা শক্তি থাকে, জোর থাকে। সত্য ভাষণ করলে তার জন্য পরবর্ত্তীতে বানিয়ে বলার কোন টেনশন পুষে রাখতে হয় না। তাছাড়া 'মিথ্যেবাদী' বলে যারা পরিচিত হয়ে গেছে তাদের সত্যি কথাটাও আর কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। ফলে মানুষের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে বাড়তে একদিন সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। সত্য হল উন্মুক্ত আলোকবর্তিকার মতো নিঃশর্ত, নির্ঝঞ্ঝাট এবং দীপ্যমান। সত্য ভাষণের মধ্য দিয়েই মানুষের সত্য পরিচয় আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের সেই পঙক্তিগুলিই হোক আমাদের প্রাত্যহিক প্রার্থনা। "যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয়, যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়, যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়, জয় জয় সত্যেরও জয়।"

উপ-প্রধানের দলত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান ভীম ঘোষ ও সদস্য রহিত দাস গত সপ্তাহে আর.এস.পি. ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। দল ত্যাগের কারণ হিসাবে ভীম ঘোষ জানান– আহিরণে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে এলাকার সিংহভাগ মানুষের বিরোধিতা সত্বেও আরএসপি মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্মতি দেয়। তাঁর প্রতিবাদেই এই দলত্যাগ।

স্কুল নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বড়শিমূল হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে গত ২৬ ডিসেম্বর বামফ্রন্টের ৬ জন প্রার্থীর সঙ্গে কংগ্রেসের ৬ প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বামফ্রন্ট প্রার্থীরা সব আসনে পরাজিত হয়।

শুভ বড় দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মণিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চ্চে বিপুল উৎসাহে শুভ বড়দিন উদ্‌যাপিত হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর রাত ১২ টায় যিশুর জন্ম ক্ষণে প্রার্থনা সভায় খৃষ্ট ভক্তগণ যোগদান করেন। ২৫ ডিসেম্বর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ যিশুর জন্ম মণ্ডপ দেখতে আসেন। চার্চ্চের ফাদার প্রভু যিশুর আর্শীর্ব্বাদ নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে আহ্বান জানান। পরের দিনগুলিতে সাংস্কৃতিক ও চিত্ত বিনোদনে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

ডেপুটেশনে যোগ দিতে গিয়ে বোমায় (১ম পাতার পর)

ঐ গ্রামের শুকু সেখ, লালমহম্মদ সেখ, আলফেজার সেখ, আমজাদ সেখ ও মহবুল সেখের নামে থানায় এফ.আই.আর করা হয়েছে বলে খবর।

পুষ্প প্রদর্শনীকে সামনে রেখে সেখানে (১ম পাতার পর)

উদ্যোক্তারা ট্রয় ট্রেণের জন্য ১০.০০ টাকা, গ্লোবের মধ্যে মোটর সাইকেল প্রদর্শনীর জন্য ২০.০০ টাকা এবং 'বুগিবুগি' নৃত্যের নামে নগ্ন নাচের জন্য ১০.০০ টাকা ধার্য্য করেছেন। এই ধরনের অসামাজিক অনুষ্ঠান শহরের বুকে কয়েক বছর ধরে চললেও পুলিশের মধ্যে কোন হেলদোল নেই। শহরের বুদ্ধিজীবীরাও চুপ।

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ...' (৩য় পাতার পর)

'বাবা খুনীর বামুন' বলে গ্রামের এক পাশে নিতান্ত সংকুচিতভাবে বাস করত।

আবার বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' উপন্যাসেও বনভোজনের কথা আছে। এই বনভোজনে গ্রামের মেয়েরা অংশগ্রহণ করে।

'এই বনভোজনের একটি চিরাচরিত প্রথা এই, তুমি সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের বৌ, তুমি ভালো জিনিস এনেছ খাবার জন্য – যারা দারিদ্রের জন্যে তেমন কিছু আনতে পারেনি, তাদের তুমি দান করে দেবে নিজের আনা ভালো খাবার।' (ইছামতী – বিভূতিভূষণ)।

আমরা কৈশোরে বনভোজনকে বলতাম 'পৌষালো'। বাড়ির চাল-ডাল-তেল-আলু-মশলাপাতি। আর সবাই নিয়ে যেত একটি করে হাঁসের ডিম। গ্রামের কোন বাগানে উনুনে রান্নাহত খিঁচুড়ি। ডিমের ঝোল। আলুর দম। রান্না শেষ হত সন্ধ্যের আগে। পুকুর পাড়ে কুয়াশার চাদর। ঝোপ-ঝাড়ে নেমে আসত অন্ধকার। খাওয়া শেষ করে পুকুরে আঁচিয়ে বাড়ি ফিরতাম। তখন তুলসীতলায় কাকীমা-মায়েরা প্রণাম করছেন। মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত হিসাবে ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে ঢুকে পড়তাম দিদির বন্ধুদের বনভোজনের মধ্যে। দিদির রাগ বা বিরক্তিতে থাকতাম উদাসীন। দিদির বন্ধুরা খাবারের থালা বাড়িয়ে দিত।

এখন এই বনভোজনের কত না রূপান্তর। কত না পরিবর্তন। বাস রিজার্ভ করে কোন জঙ্গলে। কোন নদীর ধারে। কোন চরে। অথবা কোন বিখ্যাত পিকনিক স্পটে। সঙ্গে সুরের যন্ত্রদানব। কোথাও বা অর্কেষ্টা। নানান ধরনের খাবার, পানীয় আরও কত কী। সব কিছুই এই পৌষ মাসে। পৌষ তাই রিক্ত নয়। প্রাচুর্যকে আনন্দকে ডেকে নিয়ে আসে। এই পৌষ মাসই বিদায় জানায় ইংরেজী সালকে নোতুন ইংরেজী নববর্ষ। ২০১১ সাল। এভাবেই দিন কেটে মাস। মাস কেটে বছর। ঋতুর পালাবদল এভাবেই। এভাবেই আমরা ছুটছি এক জীবন থেকে আর এক জীবনে। পৌষের ডাক – শীতের শুরু সেই রূপান্তরের একটা প্রতীক মাত্র।

আরবানের নতুন শাখা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অঃ পঃ ক্রেডিট সোসাইটির নতুন শাখা গত ২৪ ডিসেম্বর '১০ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাণীপুরে খোলা হলো। শাখার উদ্বোধক ছিলেন জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি শেখর সাহা এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুর শাখার সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। আরবানের শাখা প্রবন্ধক শঙ্কনাথ চ্যাটার্জী জানান, উদ্বোধনের দিন ১৩৫ টা সেভিংস এ্যাকাউন্ট খাতে প্রায় ছ'লক্ষ টাকা জমা পড়ে এবং আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের বহু মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

স্কুল নির্বাচনে চরম উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের আর.সি.আই. হাই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন গত ১৯ ডিসেম্বর চরম উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। ৬টি আসনই কংগ্রেসের দখলে আসে। ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মহম্মদপুর ইউ.এন.হাইস্কুলেরও নির্বাচন ছিল। সেখানে ৬টির মধ্যে বামফ্রন্ট ৩টি এবং কংগ্রেস ৩টি আসন পায়।

বিড়ি শ্রমিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে (১ম পাতার পর)

কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩) প্রত্যেকটা বিড়ি শ্রমিককে পি.এফ. এর আওতায় আনতে হবে। ৪) অবিলম্বে জঙ্গলমহল থেকে যৌথ বাহিনী প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ৫) রাজ্যে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন পঃবঃ তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক নেতৃ দোলা সেন, জেলা সভাপতি সুব্রত সাহা, আই.এন.টি.ইউ.সির জেলা সভাপতি আবু সুফিয়ান সরকার, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সেখ মহঃ ফুরকান প্রমুখ।

পোলিও বয়কট তিন গ্রামে (১ম পাতার পর)

আমরা জমি দিয়েছিলাম। এই সব জমি পরবর্তীকালে উদ্‌বৃত্ত থেকে যায়। সে সব জমি আমাদের না ফেরত দিয়ে ওখানে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হচ্ছে। আজ আমাদের উদ্বাস্তু বলে পরিহাস করা হচ্ছে। এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমরা পোলিও বয়কট অব্যাহত রাখব।

তরুণ কবি
মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ
" দুনিয়া " প্রকাশের মুখে
যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র ও এস. রায়
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।